গাছতলায় ছাপড়াঘরে চলে ক্লাস : নদীতে বিলীন গাইবান্ধার ১২ প্রাথমিক বিদ্যালয়

৩ নভেম্বর ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ২ নভেম্বর ২০১৯ ২৩:৩০

সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি ও সদর উপজেলায় বিগত দুই দফা বন্যা ও নদীভাঙনে ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। ফলে এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কোথাও খোলা আকাশের নিচে গাছতলায়, কোথাও টিনের ছাপড়া ঘর তুলে অথবা পরিত্যক্ত কোনো ভবনে চলছে পাঠদান। নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ক্রমেই ঝরে পড়ছে। অনেকে পড়ালেখা বাদ দিয়ে শিশুশ্রমে জড়িয়ে পড়ছে।

ভাঙনে বিলীন হওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ফুলছড়ি উপজেলায় পাঁচটি, সুন্দরগঞ্জে দুটি এবং বাকিগুলো সদর উপজেলায়। বিদ্যালয়গুলো হচ্ছেÑ ফুলছড়ির হারুডাঙ্গা, ধলিপাটাধোয়া, কেতকিরহাট, জামিরা ও আঙ্গারীদহ, সদর উপজেলার চিথুলিয়ার চর, চিথুলিয়া দিগর নতুনপাড়া, বাজে চিথুলিয়া, মৌলভীর চর ও কেবলাগঞ্জ এবং সুন্দরগঞ্জ উপজেলার উজানবুড়াইল ও পূর্ব লাল চামার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এর মধ্যে ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসংলগ্ন কেতকিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে দ্বিতল ভবন ছিল। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর সে ভবনের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ফলে ওই বিদ্যালয়ের

ছাত্রছাত্রীরা এখনো টিনের ছাপড়ার নিচে মাটিতে বসে এখন লেখাপড়া করছে। এতে লেখাপড়ার পরিবেশ না পাওয়ায় ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি কমে গেছে।

advertisement

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক বন্যায় ১২টি স্কুল ভবন নদীতে বিলীন হয়েছে। এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। বরাদ্দ পাওয়া গেলে বিদ্যালয়গুলোর ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে।